তারিখ... 25/4/80...
পৃষ্ঠা... 5 কলাম 4...

দৈনিক বাংলা

জনমত

ছাত্রছাত্রীদের আবেদন

আমরা সরকারী কলেজের হতভাগ্য এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। আজ দুই মাসেরও অধিককাল পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গন থেকে বলতে গেলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষকদের ধর্মঘট চলায় সারা বাংলাদেশের ৫৪টি সরকারী কলেজ আজ বন্ধ হয়ে আছে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দূর-দুরান্ত থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমরা সরকারী কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। আমাদের আশা ছিলো, সরকারী কলেজের সুন্দর পরিবেশে আমরা পড়াশোনা করবো এবং সুবিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়ে আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভালো ফল করবো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের সে আশা বাস্তবায়িত হবে কিনা সে ব্যাপারে আজ আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বৎসর ঠিক এই সময় শিক্ষক ধর্মঘটহেতু ৫৩ দিন কলেজ বন্ধ ছিলো। তারপরও বিভিন্ন উপলক্ষে কলেজ বন্ধ থাকায় আমাদের নিয়মিত ক্লাস বলতে গেলে তিন থেকে চার মাস হয়েছে কিনা সন্দেহ। আর এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা ছাত্রসমাজ। আমাদের পাঠক্রমের এক-তৃতীয়াংশ পড়া না এখনো বাকি রয়েছে যা আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে। এমন কতকগুলি জটিল বিষয় রয়েছে যেগুলি পড়ার জন্য বিত্তবান লোকের সন্তানেরা গৃহ শিক্ষকের শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা পয়সার অভাবে গৃহ শিক্ষক রাখতে পারছি না তাদের অবস্থা কি হবে? কর্তৃপক্ষই বা তাদের জন্য কি করবেন?

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস একাদশ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর উপর কিছু হলেও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর ওপর কিছুই হয়নি। অথচ এই ব্যবহারিক পরীক্ষার ওপর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলের তারতম্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এই ব্যবহারিক ক্লাস না হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল যদি আশানুরূপ না হয় তবে সেজন্যে তারা কি জীবনভর দুর্ভোগ পোহাবে না? এবং তার জন্যেই বা কর্তৃপক্ষ কি করবেন? আরেকটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ্য। আগামী মে মাসের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার ফরম পূরণের তারিখ বোর্ড কর্তৃপক্ষ ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ধার্য করেছেন। কিন্তু শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে আমরা সরকারী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ফরম পূরণ করতে পারছি না। ফলে আমরা পরীক্ষা আদৌ দিতে পারবো কি পারবো না সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তায় ভুগছি। ফরম পূরণের জন্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন বিকল্প পন্থা অবলম্বন করছেন কিনা কিংবা ফরম পূরণের তারিখ পিছিয়ে দেবেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই। যদি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে ফরম পূরণ করানো হয়ও তাহলেও আমাদের উল্লিখিত সমস্যাগুলি থেকেই যায়। এইসব সমাধানের জন্যে কর্তৃপক্ষ গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন এবং ছাত্রসমাজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে একটি সুসংহত সিদ্ধান্তে উপনিত হবেন আমরা এ আশাই রাখি। কারণ আমরা ৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা দু-দুবার ধর্মঘটের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

পরিশেষে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, তারা যেন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ধর্মঘটের অবসান ঘটান এবং উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ছাত্র সমাজকে দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা করুন।

মোতাহার হোসেন, সাইফুল ইসলাম, রফিকুল হোসেন, মহিউদ্দীন ও ইয়াসমিন, এইচএসসি পরীক্ষার্থী, সরকারী তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।

শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান চাই

সরকারী কলেজের শিক্ষক ধর্মঘট নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু লেখা থাকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু তবু যেন সব নিশ্চুপ। ইতিমধ্যেই সব কলেজেই ফরম পূরণ করা শুরু হয়ে গেছে। সরকারী কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে ফরম পূরণ করছে। হয়তো নির্ধারিত সময়েই যথারীতি পরীক্ষার হলে যাবে তারা। কিন্তু এ পরীক্ষার ফল কি তাদের কাছ থেকে খুব সন্তোষজনক হবে বলে আশা করা যায়? আমার মনে হয়, না। কারণ এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষেও এ ধর্মঘট উপলক্ষে দীর্ঘ চুয়ান্ন দিন ছুটি উপভোগ করেছে। তাদের পড়া-লেখার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তা সবাই জানেন। তাই আজ তাদের অনেকেই হতাশায় ভুগছে। এ হতাশা শুধু তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিকই নয়, এটা দেশেরও। দেশের ভবিষ্যত এই তরুণ সমাজের উপরই নির্ভরশীল, এ সত্য সরকার থেকে কলেজ শিক্ষকবৃন্দ সবারই অনুধাবন করা উচিত। দেশ, জাতি ও তরুণ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আমার প্রার্থনা শিক্ষাঙ্গনে শৃংখলা ফিরে আসুক এবং শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান হোক।

...লীম, লালমাটিয়া, ঢাকা।